দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 2 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫.....

74

বান্দরবানে মৈত্রী কার্যক্রমের ৪৫টি প্রাঃ বিদ্যালয় সরকারীকরণের দাবী

বান্দরবান সংবাদদাতা ॥ বান্দরবান জেলায় সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ৪৫টি মৈত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীভাবে রেজিষ্ট্রী করার জন্য এলাকাবাসী প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাইয়াছে।

১৯৮৫ সাল হইতে সেনাবাহিনীর মৈত্রী কার্যক্রমের আওতায় স্কুলগুলি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে যোগাযোগের অসুবিধার দরুন সরকারীভাবে স্কুল গড়িয়া তোলা দুরূহ ব্যাপার ছিল। ফলে পাহাড়ী গভীর অরণ্যের স্থানসমূহে শিক্ষিতের হার ছিল শূন্যের কোঠায়। এলাকার মানুষদের শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল না বলিলেই চলে। সেনাবাহিনীর বান্দরবান জেলার বিভিন্ন জোনের তহবিল হইতে মৈত্রী কার্যক্রমের আওতায় নির্মাণ করা হয় মৈত্রী স্কুল। সেনা কর্তৃপক্ষ দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে মৈত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানোর উদ্যোগ নেয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হইয়াছে। মৈত্রী স্কুলগুলি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিয়মিত ক্লাস হয়। প্রতিটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০ হইতে ৮০ জনের মতো। টিনের চালা, বাঁশের বেড়া, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি অবকাঠামোর যোগান দেওয়া হয় বিভিন্ন জোনের মৈত্রী কার্যক্রমের তহবিল হইতে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২/৪ জন শিক্ষক পাঠদান করেন। বর্তমানে ৪৫টি মৈত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৭ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। প্রতি ৩ মাসে এই সকল শিক্ষককে বেতন বাবদ দেওয়া হয় ১ লক্ষ ১১ হাজার ৮ শত টাকা। বর্তমানে জেলার সদর জোনের ৬টি মৈত্রী স্কুলে ১৩ জন শিক্ষক, রুমা জোনের ১৪টি মৈত্রী স্কুলে ২১ জন শিক্ষক, আলীকদম ও লামা জোনের ১৭টি মৈত্রী স্কুলে ৩৬ জন শিক্ষক, থানচি জোনের ৭টি মৈত্রী স্কুলে ২২ জন শিক্ষক এবং নাইক্ষংছড়ি জোনের ১টি মৈত্রী স্কুলে ৫ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এলাকার শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা মৈত্রী কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছে। সেনা জোনের কর্মকর্তারা নিয়মিত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে স্কুলের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে গতিশীল করিতেছেন।

বর্তমানে ৪৫টি স্কুলে প্রায় ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার অভিভাবক মহলের ধারণা যদি সেনাবাহিনীর মৈত্রী কার্যক্রম কোন সময় বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষার পথও চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই মৈত্রী কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত ৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী তালিকাভুক্ত হইলে সরকারী অনুদানের মাধ্যমে হইলেও স্কুলগুলি টিকিয়া থাকিবে। মৈত্রী স্কুলসমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সিংহভাগই উপজাতীয় এবং অতীব গরীব। তাই তাহাদের পিতা-মাতারা স্কুলগুলি সরকারী তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রশাসনের কাছে আকুল আবেদন জানাইয়াছে। সেনাবাহিনী প্রাথমিক স্কুল ছাড়াও বেশ কয়েকটি জুনিয়র হাইস্কুলও পরিচালনা করিয়া থাকে।

এলাকাবাসী জানান, সেনাবাহিনীর মৈত্রী কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম এতদঞ্চলে ইতিমধ্যে আশার আলো হইয়া দেখা দিয়াছে এবং পার্বত্য জনজীবনে ইতিবাচক অবদান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।